ক. উসিন্‌স্কি
বিস্‌কা

বিস্‌কা

'বইতে কী লেখা আছে বিস্‌কা সে কথা পড়ো তো!'

কুকুরটা একবার শুঁকে চলে গেলো। সে বললো, 'বই আমার দরকার নেই, আমার কাজ হলো চেঁচানো, আর অন্ধকারে নেকড়ে বাঘ ও চোরকে তাড়াবার জন্যে পাহারা দেওয়া; আমার কাজ হলো প্রভুর সঙ্গে শীকার করতে যাওয়া, হাঁস ও খরগোশ তাড়া করা, দাঁতে কামড়ে থলি আনা—এ-সবই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'
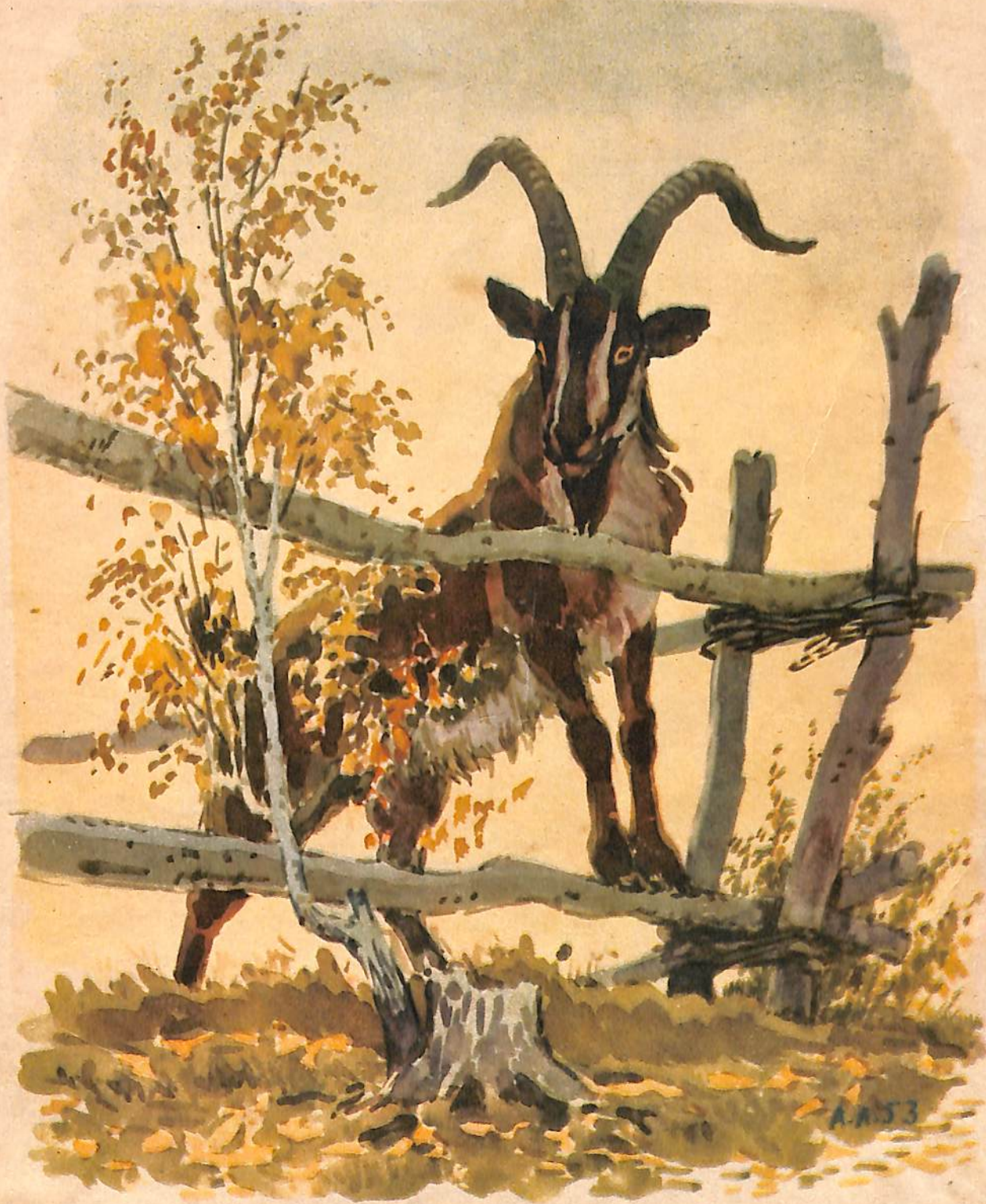
শিশু ও কিশোর সাহিত্য.

ছোট শিশুদের জন্য

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায়
ছবি এঁকেছেন আ. লাপ্‌তেভ

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

К. Ушинский. БИШКА

নের মধ্যে দিয়ে চলছিলেন দাদু আর তাঁর পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছিল তাঁর কুকুর। চলতে চলতে চলতে তাঁর হাত থেকে একটা দস্তানা পড়ে গেল।

অমনি দৌড়ে এলো এক নেংটে ইঁদুর, দস্তানার মধ্যে ঢুকে পড়ে বললো —

'এখানেই বাসা বাঁধব'।

এমন সময় থপাৎ থপাৎ করতে করতে এক ব্যাঙ এসে হাজির। শুধোলো —

'ঘ্যাঙর ঘ্যাং, এই দস্তানায় বাস করে কে?'

'আমি কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর। তুই কে বটে?'

'আমি হলাম লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ। আমাকে থাকতে দিবি?'

'আয় চলে।'

হলো দুটি। এমন সময় দৌড়তে দৌড়তে দস্তানার কাছে হাজির এক খরগোশ। শুধোলো —

'এই দস্তানায় বাস করে কে?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর আর লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ। তুই কে বটে?'

'আমি হলাম দৌড়বাজ খরগোশ। আমাকে থাকতে দিবি?'

'আয় চলে।'

হলো তিনটি। দৌড়ে এলো খেঁকশেয়াল।
'হুক্কা হুয়া, এই দস্তানায় বাস করে কে?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর, লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ আর দৌড়বাজ খরগোশ। তুই কে বটে?'

'আমি হলাম শেয়াল পণ্ডিত। আমাকে থাকতে দিবি?'

ব্যস্, চার জনে দস্তানার ভেতরে আস্তানা গাড়লো। একটু পরে গুটি গুটি এসে হাজির নেকড়ে বাঘ। দস্তানার কাছে এসে হাঁক পাড়লো —

'এই দস্তানায় থাকে কে রে?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর, লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ, দৌড়বাজ খরগোশ আর শেয়াল পণ্ডিত। তুই কে বটে?'

'আমি হলাম চোখা-নাক নেকড়ে বাঘ। আমাকে থাকতে দিবি?'

'কি আর করা, আয় চলে।'

ঢুকলো নেকড়ে, হলো পাঁচটি।

কোথা থেকে যেন হেলতে দুলতে এক বুনো শুয়োর এসে হাজির।

'ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ, এই দস্তানায় বাস করে কে হ্যা ?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর, লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ, দৌড়বাজ খরগোশ, শেয়াল পণ্ডিত আর চোখা-নাক নেকড়ে বাঘ। তুই কে বটে?'

'আমি হলাম ঘোঁৎ-ঘোঁতানি শুয়োর। আমাকে থাকতে দিবি?'
বোঝ ঠ্যালা, সকলেই দস্তানায় ঠাঁই চায়!
'কিন্তু তোর নধর শরীরটা যে আঁটবে না রে?'
'তা কোনো রকমে আঁটিয়ে নেব। দে থাকতে।'
'কি আর করা, আয় চলে।'
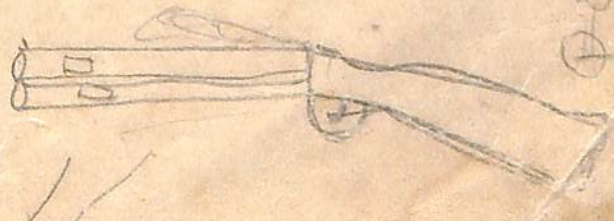
ঢুকলো শুয়োর, হলো ছ'টি। এত ঠাসাঠাসি যে পাশ ফেরা দায়। এমন সময় মড়মড় করে ডালপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দেখা দিল এক ভালুক। এও যে দস্তানার দিকে আসে! হেঁড়ে গলায় ভালুক হেঁকে উঠল—

'কে বাবা এই দস্তানায় বাস করে?'

'কুটুর কুটুর নেংটে ইঁদুর, লম্ফ মহারাজ ব্যাঙ, দৌড়বাজ খরগোশ, শেয়াল পণ্ডিত, চোখা-নাক নেকড়ে বাঘ আর ঘোঁৎ-ঘোঁতানি শুয়োর। তুই কে বটে?'

'হুম্ হুম্ হুম্, আমি হলাম কম্পজ্বর ভালুক। তোদের এখানে তো বেশ ভিড় দেখছি। আমাকে থাকতে দিবি?'

'তোকে ঢোকাই কি ক'রে বল? এমনিতেই তো ঠাসাঠাসি।'

'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়!'

'তা কি আর করা, আয় চলে। শুধু এক পাশে থাকিস্ বাপু।'

ঢুকলো ভালুক, হলো সাতটি। এত ঠাসাঠাসি যে দস্তানা ফাটোফাটো।

— ঐ যাঃ, দস্তানা তো নেই।

...লেন, আর কুকুরটা তাঁর সামনে ...

...তে, কু...টা দেখে কি-না — দস্তানা পড়ে আছে

...হ কুকুর ডাক ছাড়লো —

‘ঘেউ ঘেউ ঘেউ!’

দস্তানার মধ্যে এরা তো ভয়ে কাঠ। লাফ দিয়ে বেরিয়ে, যে যে-দিকে পারলো, বনের মধ্যে মারলো ছুট। দাদু এগিয়ে এসে দস্তানা তুলে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। আমার কথাটি ফুরোলো।